ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1609-1615
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.382

সাঁওতাল সমাজে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বহুরূপতা: পুরুলিয়া জেলার প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্য ও রূপান্তর

রূপসিং টুডু, *রিসোর্স পারসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (সাঁওতালি মাধ্যম), সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Political culture plays an important role in shaping the political behaviour, attitudes and values of any society. Political culture among the Santals has traditionally been rooted in Community based governance, collective decision making and adherence to customary laws. What this paper intends to explore the dynamic nature of political culture in santal society with special reference to Purulia district of West Bengal by analysing the interaction between traditional governance structures and modern democratic institution. The study highlights the role of customary institutions such as the Majhi-Pargana system, which historically governed social order, conflict resolution and collective participation and analyse their interaction with formal democratic structures like Panchayet Raj Institution. In this particular system different administrative, social and religious responsibility are taken and this role are played by Majhi, Jogmajhi, Naike, Godet and Bhadda. It argues that particular culture in santal society is neither static nor wholly assimilated into main stream political frameworks; rather, it reflects a hybrid form where tradition and modernity coexist and negotiate with each other. Factor such as education, state policies, political mobilisation and socio-economic changes have significantly influenced this transformation. Special attention is given to the changing role of marginalized groups, particularly women and youth whose participation in political process is gradually increasing. This paper explores traditional governance institutions and modern political institutions coexist in santal society. By focusing on the Purulia district, the study highlights the dynamic relationship between tradition and transformation in the political culture of indigenous communities.

Keywords: Santal society, Political culture, Political Institution, Transformation, Purulia

ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো বহুমাত্রিক ও বহুসাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, যেখানে আদিবাসী সমাজগুলি একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল সমাজ শুধুমাত্র একটি জাতিগত গোষ্ঠী নয়, বরং একটি সুসংগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ধারক ও বাহক, যা দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা, যা ভৌগোলিকভাবে জঙ্গলমহলের অন্তর্গত, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বসবাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এই

অঞ্চলের সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঐতিহ্য, প্রথা, বিশ্বাস এবং আধুনিক রাজনৈতিক প্রভাবের সংমিশ্রণে একটি গতিশীল রূপ ধারণ করেছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সাধারণত একটি সমাজের মানুষের রাজনৈতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচরণ এবং প্রতিষ্ঠানগত অংশগ্রহণের ধরণকে বোঝানো হয়। সাঁওতাল সমাজে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত তাদের নিজস্ব প্রথাগত প্রতিষ্ঠান— যেমন 'মাঝি-পারগানা' ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাঠামো নয়, বরং এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, সংঘাত নিরসন এবং সামষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ঐতিহ্যগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বনির্ভর ও গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যেখানে সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তবে, উপনিবেশিক শাসন, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিস্তার এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রসারের ফলে সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্রিটিশ শাসনামলে ভূমি রাজস্ব নীতি এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ সাঁওতালদের প্রথাগত শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চম তফসিল এবং বিভিন্ন নীতিমালা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রণীত হলেও, বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং প্রথাগত শাসনব্যবস্থার মধ্যে একটি দ্বৈততা ও টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান সময়ে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা, নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করছে। একদিকে আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সাঁওতালদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে এটি তাদের ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবকে কিছুটা ক্ষয় করেছে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ, যুবসমাজের ভূমিকা এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত, সাঁওতাল নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ঐতিহ্যগত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করছে।

পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সমাজে এই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার পারস্পরিক ক্রিয়া একটি জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করেছে। এখানে প্রথাগত মূল্যবোধ ও আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে একটি সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যা কখনও সহযোগিতামূলক, আবার কখনও দ্বন্দ্বপূর্ণ। এই দ্বৈততা সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে একটি পরিবর্তনশীল ও গতিশীল রূপ প্রদান করেছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা:

রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটি মূলত পশ্চিমা রাজনৈতিক তত্ত্বে বিকশিত হলেও, আদিবাসী সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ একটি বিশেষ ব্যখ্যার দাবী রাখে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নাগরিকদের রাজনৈতিক মূল্যবোধ, মনোভাব, আবেগ ও বিশ্বাসের সমষ্টিকেই বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায় কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকগন কিভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করছে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃত্বের প্রতি তাদের মনোভাব বা অনুভুতি কি রকম, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষও নাগরিকদের প্রতি কিরূপ আচরণ করছে তার সামগ্রিক যোগফলই হল রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত তিনটি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। যথা- ১. রাজনৈতিক মূল্যবোধ, ২. রাজনৈতিক বিশ্বাস, ৩. রাজনৈতিক আচরণ।

সাঁওতাল সমাজে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সাধারণত তাদের সমাজ কাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রথাগত নিয়ম-নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। তাদের সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক সংহতি, পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত গ্রহন রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক কাঠামো:

সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল ভিত্তি তাদের ঐতিহ্যগত শাসনব্যবস্থা, যা আদিকাল থেকে বিকশিত হয়ে একটি সুসংগঠিত সামাজিক কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক কাঠামো শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সামাজিক নিয়ন্ত্রন, ন্যায়বিচার, সাংস্কৃতিক সংহতি এবং সম্প্রদায়িক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই কাঠামোকে বোঝার জন্য সাঁওতাল সমাজের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, প্রথা এবং সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে গভীর সংযোগ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রধানত গ্রাম্যকেন্দ্রিক এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকেই প্রবহমান এবং এটি সমাজ জীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্রতিটি সাঁওতাল গ্রামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুসংগঠিত নেতৃত্বের কাঠামো বিদ্যমান যা গ্রামের সামাজিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। যিনি গ্রামের এই দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করে তাকে গ্রামপ্রধান বা মাঝি বলা হয়। মাঝি মূলত গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বা বিরোধ 'কুলহি দুড়ুপ' এর মাধ্যমে সমাধান করেন। এই প্রক্রিয়াটি মূলত ঐকমতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। তাছাড়া গডেৎ নামক একজন ব্যক্তি গ্রামের সংবাদ বাহক হিসেবে কাজ করেন এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বা সংবাদ গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেন। গ্রামের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য নায়কে থাকেন। গ্রামের যুবসমাজকে সঠিক নির্দেশদান বা সংগঠিত রাখার জন্য জগমাঝি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সকল নেতৃত্ব কেবল ক্ষমতার প্রতীক নয়; বরং এটি সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্যের প্রতিফলন। তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক চর্চার সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কিত। বিভিন্ন উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক প্রথা রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও তার প্রভাব:

ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ স্বাধীনতার পর গনতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর সম্প্রসারণ সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। বিশেষ করে সাংবিধানিক গনতন্ত্র, নির্বাচনী ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রবেশ ঘটে। পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সমাজও এই বৃহত্তর পরিবর্তনের বাইরে নয়; বরং এই পরিবর্তন এক জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, যেখানে ঐতিহ্যগত ও আধুনিক উভয় উপাদান একসাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান উপাদান হল নির্বাচনী গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রকে ব্যপকভাবে প্রসারিত করেছে। পূর্বে যেখানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ মূলত গ্রামভিত্তিক ঐতিহ্যগত কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে এখন সাঁওতালরা পঞ্চায়েত, বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এটি কেবল ভোটদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলির সাথে সম্পৃকতা, নির্বাচনী প্রচার প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়াতেও তাদের

ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও একই সঙ্গে দলীয় বিভাজন এবং প্রতিযোগিতার এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা ঐতিহ্যগত সামাজিক ঐক্যের উপর প্রভাব ফেলছে।

পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা আধুনিক রাজনৈতিক কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সাঁওতাল সমাজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এবং প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ এনেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের মাধ্যমে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন, সম্পদ বণ্টন এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নে স্থানীয় জনগনের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক কাঠামো ঐতিহ্যগত মাঝি-পারগানা ব্যবস্থার সঙ্গে একটি দ্বৈত সম্পর্ক তৈরি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঐতিহ্যগত নেতৃত্বের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে তারা পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সমন্বিত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে।

আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এক গভীর ও বহুমাত্রিক রূপান্তরের মধ্যদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটি একদিকে যেমন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে অন্যদিকে তেমনি নতুন চ্যালেঞ্জও তৈরি করছে। যেমন সামাজিক বিভাজন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। এই দ্বৈত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সাঁওতাল সমাজ এক নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণে পরিবর্তন ও নতুন প্রবনতা:

সাঁওতাল সমাজে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঐতিহ্যগতভাবে একটি সমষ্টিভিত্তিক ও প্রথাভিত্তিক প্রক্রিয়া ছিল, যেখানে ব্যক্তি নয়; বরং গোটা সম্প্রদায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশগ্রহণ করত। মাঝি-পারগানা ব্যবস্থার অধীনে গ্রামসভার মতো অনানুষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্মে আলোচনা, মতবিনয় এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহন ছিল অংশগ্রহণের প্রধান রূপ। এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পরিধি সীমিত থাকলেও গভীরতা ছিল অধিক। কারন প্রত্যেক সদস্য নিজেকে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করত এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকত।

সাঁওতাল সমাজে আধুনিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিস্তারের ফলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে মৌলিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার প্রসার রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিবর্তনে একটি প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। শিক্ষিত তরুন প্রজন্ম এখন রাজনৈতিক অধিকার, সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও গনতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অধিক সচেতন। তারা শুধুমাত্র ভোটদানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে সক্রিয়ভাবে মতপ্রকাশ এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে। নতুন প্রজন্ম সামাজিক মাধ্যম ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, যা তাদের রাজনৈতিক চেতনা এবং অংশগ্রহণকে আরও বিস্তৃত করছে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পরিবর্তনে অভিবাসনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীবিকার তাগিদে গ্রাম্য জীবন ত্যাগ করে শহুরে জীবনযাপনের ফলে সাঁওতালরা নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিতি হচ্ছে। এই পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ, সংগঠন ও নাগরিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা যখন তারা শহর ছেড়ে গ্রামে আসছে তখন তা স্থানীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নতুন চিন্তার সঞ্চার ও অংশগ্রহণে অন্যরূপ দেখা যাচ্ছে।

নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বৃদ্ধি এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য দিক। সাঁওতাল সমাজে নারীরা সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে তাদের উপস্থিতি সীমিত ছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সংরক্ষণের ফলে তারা এখন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ তবুও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রূপান্তরের সুচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সহাবস্থান:

সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হল- এটি কোনো একরৈখিক বা দ্বৈত বিভাজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যেখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা একে অপরের বিপরীত শক্তি হিসেবে কাজ করে। বরং বাস্তবে দেখা যায়, এই দুই ধরনের উপাদান একটি জটিল পারস্পারিক সম্পর্কের মাধ্যমে এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক বাস্তবতার সৃষ্টি করেছে; যাকে 'Hybrid Political culture' বলা যেতে পারে। এই হাইব্রিডিটি এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে পুরাতন-নতুন, স্বদেশীয় এবং রাষ্ট্রিক, অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক সব ধরনের উপাদান একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো সাঁওতাল সমাজে এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করেছে। পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের উপস্থিতি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই কাঠামো নাগরিক অধিকার, প্রতিনিধিত্ব এবং উন্নয়ন মূলক সুযোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ফলে সাঁওতাল সমাজের সদস্যরা এখন দ্বৈত রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সহাবস্থান করছে- একদিকে ঐতিহ্যগত শাসনব্যবস্থা এবং অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে কখনও সহযোগিতামূলক আবার কখনও সংঘর্ষমূলক সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যায় যে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মাঝি বা অন্যান্য পদাধিকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে। এরফলে সমন্বিত শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠে, যেখানে উভয় কাঠামো পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। এই হাইব্রিড রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর অভিযোজন ক্ষমতা। সাঁওতাল সমাজ আধুনিকতার প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেনি; বরং তা নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে পুনর্নির্মাণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নির্বাচন বা সমর্থন নির্ধারণে ঐতিহ্যগত সামাজিক সম্পর্ক এবং নেতৃত্বে প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া তাদের সমাজের রাজনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য তারা যে অভিযোজন কৌশল গ্রহন করেছে, তা তাদের সমাজকে একটি গতিশীল ও স্থিতিশীল অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা:

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ভৌগলিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অঞ্চল, যেখানে সাঁওতালসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুধাবন করার জন্য স্থানীয় বাস্তবতা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, পরিবেশগত অবস্থা ও সামাজিক কাঠামোকে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক রূপান্তর যেমন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, তেমনি একাধিক কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জও সামনে এনেছে।

প্রথমত, পুরুলিয়া জেলার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হল এর দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা। এই অঞ্চলটি খরাপ্রবন, কৃষিনির্ভর এবং শিল্পোনয়নের দিক থেকে তুলনামুলকভাবে অনেকটা পিছিয়ে। ফলে

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ জীবিকার জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করে। তাই তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সরাসরি প্রভাবিত করে, কারন জীবিকা নির্বাহের সংগ্রাম অনেক সময় রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণকে সীমিত করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, পুরুলিয়া জেলার ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। অনেক অধ্যুষিত গ্রাম আজ পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে উন্নত নয়, ফলে প্রশাসনিক পরিষেবা, তথ্যপ্রবাহ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা গ্রামীণ স্তরে যথাযথভাবে পৌঁছতে পারে না। এই অবস্থায় সাঁওতাল সমাজ প্রায়শই রাষ্ট্রের মূল ধারার রাজনৈতিক কাঠামো থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। যার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, শিক্ষা ও তথ্যপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে রাজনৈতিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে তবুও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার মান এবং প্রাপ্যতা এখনও পর্যাপ্ত নয়। এর ফলে রাজনৈতিক অধিকার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা গড়ে উঠে না।

চতুর্থত, দলীয় রাজনীতির প্রভাবে তাদের সমাজে একটি দ্বৈত বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। একদিকে যেরকম বৃহত্তর রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সম্প্রদায়ের অভন্ত্যরে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে যেখানে সামাজিক ঐক্য এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত, সেখানে এখন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে টানাপড়েন দেখা যাছে।

পঞ্চমত, ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন মাঝি-পারগানা ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়া এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামোর প্রভাব এবং তরুণ প্রজন্মের পরিবর্তিত মানসিকতার কারণে এই প্রথাগত ব্যবস্থার প্রভাব কিছু ক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে। ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রন এবং মূল্যবোধের ধারাবাহিকতা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

তবুও এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের মধ্যেও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে। গনতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পাচ্ছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সংরক্ষণের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এখন শিক্ষিত যুবকদের একটি নতুন শ্রেণি তৈরি হচ্ছে, যারা নিজেদের সামাজিক পরিচয় বজায় রেখে আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে। স্থানীয় সমস্যা যেমন ভূমি অধিকার, বনসম্পদ এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্নে আরও সংগঠিতভাবে দাবী জানাতে সক্ষম হচ্ছে।

উপসংহার:

এই গবেষণায় আলোচনার ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি স্থির বা অপরিবর্তনীয় কাঠামো নয়; বরং এটি একটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, অভিযোজনশীল এবং বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় মধ্যে একদিকে রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যগত মাঝি-পারগানা শাসনব্যবস্থা, অন্যদিকে রয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রবর্তিত গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো। এই দুই ধারার পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার ফলেই তাদের সমাজে একটি স্বতন্ত্র 'হাইব্রিড রাজনৈতিক সংস্কৃতি' গড়ে উঠেছে যা, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার কার্যকর সমন্বয়কে প্রতিফলিত করে। গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তির ফলে পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সমাজে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, নির্বাচনী রাজনীতি এবং বিভিন্ন

উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তারা এখন রাষ্ট্রের মূল ধারার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছে। খরাপ্রবন পরিবেশ, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এবং অবকাঠামোগত পশ্চাদপদতার মধ্যে বসবাসকারী সাঁওতাল সম্প্রদায় তাদের সামাজিক কাঠামোর উপর দীর্ঘদিন নির্ভর করে এসেছে। তবে এই রূপান্তরকে শুধুমাত্র ইতিবাচক পরিবর্তন হিসেবে দেখা যায় না; এর সঙ্গে একাধিক চ্যালেঞ্জও যুক্ত রয়েছে। যেমন অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা, ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা, শিক্ষার সীমাবদ্ধতা এবং দলীয় রাজনীতির প্রভাব সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক বিকাশে বিভিন্ন ধরনের বাধা সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বোঝার জন্য একটি সমন্বিত এবং সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। শুধুমাত্র আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামো বা উন্নয়নমূলক নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে এই সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়; বরং তাদের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং স্বদেশীয় কাঠামোকে সমান গুরত্ব দিতে হবে। মাঝি-পারগানা প্রথার মতো ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা না করে আধুনিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

সবশেষে বলা যায় যে, পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যেখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই ভারসাম্য রক্ষা করা ভবিষ্যতের জন্য অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমেই টেকসই, ন্যায় ভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এই প্রবন্ধে এটাই বোঝার প্রাথমিক প্রচেষ্টা, যা ভবিষ্যতে আরও গভীর গবেষণার জন্য নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. মহাপাত্র, অনাদিকুমার। রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব। সুহৃদ পাব্লিকেশন, ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ. ৩৬৫-৩৮৪।

২. মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস। সমাজতত্ত্ব ও ভারতীয় সমাজ। প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ১৭০-১৭৩।

৩. মজুমদার, দীপিকা। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব। প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৩-২০৪।

৪. খান, ইয়াসিন, সম্পাদনা। রাজনৈতিক সমাজ তত্ত্ব ও বাস্তব। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ১৬৯-১৭৪।

৫. স্ক্রেফসরুড, রেভারেন্ড এল.ও। হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা। পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি অ্যাকাদেমি, ২০১০, কলকাতা।

৬. মুরমু, রামেশ্বর। জাহের বঙ্গা সান্তাড়ক। আদিম পাবলিকেশন, নিউ আলিপুর।

৭. সরেন, লক্ষণ। সাঁওতাল সমাজতত্ত্ব, শারদীয়া আদিবাসী জগৎ পত্রিকা, অক্টোবর ২০০১, বালি হাওড়া।

৮. Saren, Baidyanath. The Kherwal: Ancient History of the Santals. Adibasi Socio Educational & Cultural Association (W.B), 2008.

৯. Maddi, Shunti. (2025). The Santal Tribe and Regional Politics: Challenges and Possibilities. IJSSER, 7(2), 721-725. https://www.socialsciencejournals.net/archives/2025/vol7issue2/PartI/7-2-142-279.pdf

১০. Baskey, Sunny. (2019). Socio-cultural Background and Changes of Santal Society in West Bengal. IBJCAL, 1(2-3), 55-60. https://indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/article/view/8